Unit – 1

1> আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা করো?

→ আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে একটি অবিরত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র — এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূল বিন্দুতে উপনীত হতে হলে বিশ্ব ব্যবস্থাবাদ তত্ত্ব। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত কাঠামোটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন আছে কারণ এই তত্ত্বের প্রবক্তা গণ — যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ হল আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (ANDRE Gunder Frank), ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন (Immanuel Wallerstein) এবং রাউল প্রেবিশ (Raul Prebisch)। (মূলত মার্ক্সবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও যে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের নাম উল্লেখ্য হল তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভিন্নমুখী। যদিও ইউরোপের দুর্ভাগ্যজনক দেশে লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক এর প্রেক্ষিতে (পরবর্তী কালে আফ্রিকার উত্তর উপনিবেশ কালের যাবতীয় কাঠামোগত ও অনুন্নয়নের ব্যাখ্যা দিতে জাতীয় আঞ্চলিক এর আলোচনাতে ও এই তত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

একটি ধারা ধারণা

বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব (World System Theory)

বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিতর্কিত ও প্রভাবশালী তত্ত্ব।

এই তত্ত্বের বৌদ্ধিক মূল মার্কসবাদী চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে মতবাদ এই তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। Dependency Theory বা নির্ভরতার তত্ত্বও এই মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রতিককালে এই তত্ত্বের অগ্রণী প্রবক্তা হলেন Immanuel Wallerstein ও John Galtung।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বিশ্বের সব আন্তর্জাতিক ঘটনা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় একটি বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে। সেই ব্যবস্থা (System) বিশ্বে ধনতন্ত্রের নীতি ও নিয়ম অনুসারে সংগঠিত। বিশ্বব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে বিশ্ব রাজনীতি পরিচালিত হয়।

- Immanuel Wallerstein-এর মতে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র-চালিত বিশ্ব অর্থনীতি (Capitalist World Economy) বলে বর্ণনা করা যায়। ধনতন্ত্র একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা (Global Phenomenon)।
  ধনতন্ত্রবাদী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে।
- এই ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই সব নিয়ম অনুসারে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন বিশ্বব্যাপী শ্রেণী বিভাজনের জন্য দায়ী।
- ধনতন্ত্রবাদী বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল মূলধনের নিরন্তর সঞ্চয় (Capital accumulation)।
- এই বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ার হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রমকারী উৎপাদন-ব্যবস্থা।
- এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্ব মূলত দু'ভাগে বিভক্ত—Core ও Periphery।
  লেনিন সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে তাঁর মত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বিশ্ব-অর্থনীতি দু'ভাগে বিভক্ত—Core ও Periphery।
- Core অঞ্চলের ধনতন্ত্রবাদীরা Periphery অঞ্চলগুলিকে শোষণ করে।
- Wallerstein-এর মতে—বহু দেশের বহু উৎপাদক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। কয়েকজন উৎপাদক একচেটিয়া উৎপাদন-পরিচালন কাজে নিযুক্ত। উচ্চ ধরনের একচেটিয়ামূলক ব্যবস্থা অধিক মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। কতকগুলি দেশে লাভজনক উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত। তাদের বিশ্ব অর্থনীতির Core বলা হয়।
  কম মুনাফা অর্জনকারী উৎপাদন ব্যবস্থা ভৌগোলিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো থাকে। তাদের Periphery zones বলে।
  Core ও Periphery এলাকাদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক—উচ্চ মুনাফা অর্জনকারী উৎপাদন ব্যবস্থা ও কম মুনাফা অর্জনকারী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক।
- Wallerstein Semi-peripheral zone সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

Core ও Periphery এলাকার মধ্যে এমন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে উদ্বৃত্ত মূল্য Periphery থেকে Core-zone-এ স্থানান্তরিত হয়।

উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিক থেকে মালিকের হাতে, Peripheral zone-এর মালিক থেকে Core sector-এর মালিকের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

- Wallerstein ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে—বিভিন্ন কারণে Core activities কয়েকটি দেশে ও Peripheral activities অন্য কয়েকটি দেশে কেন্দ্রীভূত থাকে।

  Wallerstein লক্ষ্য করেছেন যে, কোন উৎপাদন উচ্চ-মুনাফাযুক্ত হলে Core activities ও কম-মুনাফাযুক্ত হলে Peripheral activities বলে গণ্য হয়।

- অনেক Peripheral zone-এ core activities ও peripheral activities-এর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

Wallerstein-এর মতে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

1. একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।
2. একটি উচ্চ-মুনাফাযুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা।
3. সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সামাজিক বন্ধন।

বিশ্বব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল ঃ

(a) উদার-রাজনৈতিক কৌশল।

(b) জ্ঞান-ব্যবস্থার পুনর্গঠন।

(c) প্রচলিত ব্যবস্থা-বিরোধী আন্দোলনসমূহ দমন।

- Wallerstein উপলব্ধি করেছেন যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় কাঠামো একটি চক্রাকারে আবর্তিত হয়। তাকে Hegemonic cycle বলা যায়।
- একটি Hegemonic power তার শক্তির বলে খেলার নিয়মকানুন স্থির করে ও বাধ্যতামূলকভাবে সেগুলো প্রয়োগ করে। ঐ সব নিয়ম প্রয়োগের মাধ্যমে মূলধন সঞ্চয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়।

  বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে Hegemonic power-এর উপস্থিতিকে বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়।
- Wallerstein-এর মতে, বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে চক্রাকার ছন্দ (Cyclical rhythm), অর্থনৈতিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ, পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা ও বিবিধ সমস্যা দেখা যায়।

Wallerstein বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি Secular Trends লক্ষ্য করেছেন, যেমন—

- ধনতান্ত্রিক বিকাশের পদ্ধতি সমাজে বিভাজনের সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে। তার ফলে দরিদ্র দেশ থেকে ধনী দেশে জনগণের অনুপ্রবেশ হয়। ঐ ধরনের ব্যাপক Migration বহু সামাজিক সমস্যার সূচনা করে।
- বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা বৈষম্যমূলক মজুরী ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চ-মুনাফা লাভের সুযোগ থাকে। এই ব্যবস্থার প্রভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা সব শহরেই বৃদ্ধি পায়। তার জন্য নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সব সমস্যার সমাধান সহজ নয়।
- ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় উদার-বিকাশের প্রহেলিকা থাকে।
- ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-বিরোধী পুরোনো আন্দোলনসমূহের (সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন) প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পায়। ঐ সব আন্দোলনের পতন ঘটে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features)

বিশ্ব-ব্যবস্থাপক তত্ত্বের বক্তব্যের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যেমন—

(a) Wallerstein, বিশ্ব অর্থনীতি ও ধনতন্ত্রকে সমার্থক বলে গণ্য করেছেন।

(b) তাঁর মতে, ধনতন্ত্রবাদ একটি আন্তর্জাতিক ধারণা।

(c) এই ধনতন্ত্রবাদী বিশ্ব-অর্থনীতি আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

Scanned with CamScanner

(d) ধনতন্ত্রবাদী বিশ্ব-অর্থনীতি মূলত, দুভাগে বিভক্ত—Core ও Periphery। তবে Wallerstein, Semi-periphery অঞ্চলের কথাও বলেছেন।

(e) Core ও Periphery অঞ্চলের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক। তবে এই সম্পর্ক মূলত বৈষম্যমূলক। Core অঞ্চলগুলো Periphery এলাকাগুলোকে নিরন্তর শোষণ করছে।

তাই John Galtung বলেছেন যে, Core ও Periphery এলাকার মধ্যে Disharmony of interest লক্ষ্য করা যায়।

(f) ধনতন্ত্রবাদী বিশ্ব-অর্থনীতি নিরন্তর সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে চলেছে।

(g) এই ব্যবস্থার মধ্যে শক্তিগত কেন্দ্রিকতার ধারণা চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

(h) বর্তমান ধনতন্ত্রবাদী বিশ্ব-অর্থনীতি তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন।

(i) এই ব্যবস্থার পতন নিশ্চিত। বিশ্বে প্রচলিত ব্যবস্থা-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হবে।

Wallerstein মনে করেন যে, বিশ্বে Core ও Periphery অঞ্চলে অসম্পূর্ণ বিদ্রোহের এক শক্তিময় অনুভূতির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

সমালোচনা (Criticisms)

1. বহু লেখক Wallerstein-এর ধনতন্ত্র বিষয়ে ধারণাকে ভুল বলেছেন।
2. Wallerstein-এর বিশ্লেষণকে Deterministic বলা হয়। তাঁর মতে বিশ্ব-ব্যবস্থার অন্তর্গত ইউনিটগুলোর স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার স্বাধীনতা নেই। তারা সবসময়ে বিশ্বব্যবস্থায় তাদের অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
3. এই তত্ত্ব ধনতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ব্যাখ্যা করেনি। শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন কাঠামোগত উপাদানের উল্লেখ করা হয়নি। ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধক বা তার সাংবিধানিক, মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক নির্ধারক বিষয়ে আলোচনা নেই। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই তত্ত্ব অতিমাত্রায় সরল।
4. তাঁর মতে এই তত্ত্ব সোভিয়েত প্রভুত্বমূলক আচরণ বা চীনের প্রভুত্বমূলক আচরণ বিশ্লেষণে সাহায্য করে না।
5. এই তত্ত্বের সাহায্যে Periphery এলাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।
6. Wallerstein-এর তত্ত্বকে অনেকে Teleological বলে বর্ণনা করেছেন।
7. Semi-periphery এলাকা বিষয়ে Wallerstein-এর মত স্পষ্ট নয়।
8. অনেকের মতে Wallerstein-এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে বক্তব্য অত্যন্ত বিতর্কমূলক।
9. Wallerstein, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও প্রভাব বর্তমান— তার গুরুত্ব ও শক্তি পরিমাপ করতে পারেননি।
10. R.O.Cox-এর মতে, বিশ্বব্যবস্থাপক তত্ত্ব বিশ্বের পরিবর্তন ও কাঠামোগত রূপান্তর বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

Scanned with CamScanner